بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১লা জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (সূরা আল্-জুমুআ: ১০-১২)

আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার আবশ্যকতার কথা যেখানে বলেছেন সেখানে একই সাথে এই কথাও বলেছেন যে, أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ সীমিত কয়েকটি দিন। রমযানের সূচনাতে আমাদের অনেকেই হয়তো ভেবে থাকবে যে, এখন গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ দিন আর এর মাঝে এই ত্রিশটি রোযা কিভাবে অতিবাহিত হবে, অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে, হাতে গোনা কয়েকটি দিন, এই দিনগুলোও কেটে গেছে। আজকে ২৫তম রোযা। অনেকেই আমাকে লিখে যে, এই দিনগুলো কেটে গেল, আর জানতেও পারলাম না। এটি সত্য কথা যে, যখন রমযান আরম্ভ হয়, প্রথম দিকে মনে হয় দিন অনেক দীর্ঘ, কিন্তু এই দিনগুলো যখন অতিবাহিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন মানুষ বুঝতেই পারে না। আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। আর মাত্র পাঁচটি রোযা বাকি আছে বা কোন কোন স্থানে চারটি। এই চার-পাঁচ দিনেও আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত, রমযান থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন ঘাটতি থেকে যায় তাহলে এই দিনগুলোতে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সবার দোয়া করা উচিত, খোদা তা'লা যেন আমাদের সবার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হন এবং আমাদেরকে যেন রমযানের কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত না রাখেন। আমি যেভাবে বলেছি, আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। সাধারণ পরিভাষায় একে 'জুমুআতুল বিদা' বলা হয়। সাধারণ মুসলমানরা এই জুমুআকে রমযানের শেষ জুমুআ মনে করে আর এই ধারণা করে যে, এই জুমুআয় সব দোয়া গৃহিত হয় আর এই জুমুআ পড়ার মাধ্যমে যেন সারা বছরের জন্য ছুটি লাভ হয়ে গেল। এই জুমুআয় শামিল হলে নামায, জুমুআ এবং সকল প্রকার ইবাদতের দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়। কিন্তু একজন প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিভঙ্গী বা ধারণা এমন নয়। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি ধারণা। একজন আহমদী বরং সত্যিকার মু'মিনের দৃষ্টিতে এমন কথা বার্তা বা এমন ধ্যান ধারণা ধর্মের সাথে হাসি ঠাট্টার নামান্তর। আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই যুগে খোদার

প্রেরীত এবং তাঁর রসূল মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদেরকে দিয়েছেন যিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ধারণা এবং চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সত্যিকার পথ দেখিয়েছেন আর ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন। একবার এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, মুসলমানদের মাঝে প্রচলন হল, জুমুআতুল বিদার দিন মানুষ চার রাকাত নামায পড়ে আর এর নাম রাখে 'কাযায়ে উমরী', আর এই নামাযের পেছনে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অতীতে যেসব নামায মানুষ পড়ে নি তা যেন পূরণ হয়। এর কোন প্রমাণ আছে কি না বা এটি বৈধ কি না? এই নামাযের আসল বাস্তবতা কি?

এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি একটি বৃথা এবং বাজে বিষয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সারা বছর এই মানসে নামায ছেড়ে দেয় যে, কাযায়ে উমরীর দিন সেই নামায পড়ে নেব এমন ব্যক্তি পাপাচারী, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুশোচনার সাথে তওবা করে আর এই মানসে পড়ে যে, ভবিষ্যতে নামায ছাড়ব না, সে পড়লে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমরা হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরই প্রদান করে থাকি। হযরত আলী (রা.)-এর উত্তর সংক্রান্ত ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল, তখন নামাযের সময় ছিল না। কেউ হযরত আলী (রা.)-কে বলে যে, আপনি খলীফায়ে ওয়াক্ত, একে বারণ করেন না কেন, এ তো অসময়ে নামায পড়ছে। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও এই আয়াত অনুসারে দোষী না সাব্যস্ত হই যে, **أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (সূরা আল্-আলাক: ১০-১১)** অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যে, এক বান্দাকে নামায নামায পড়তে বাধা দেয়। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদি অনুশোচনা স্বরূপ, হারানো জিনিস কুড়ানোর চেষ্টায় রত হয় তাহলে পড়তে দাও, কেন বারণ কর। সে তো কেবল দোয়াই করে অর্থাৎ এই চার রাকাত পড়ে আসলে তো দোয়াই করে। তবে হ্যাঁ এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচয়, এতে নিয়্যতের চিত্র আল্লাহ্ তা'লা ভাল করেই জানেন। হযরত আলী (রা.) যে কারণে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, **أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (সূরা আল্-আলাক: ১০-১১)** এই আয়াতদ্বয়কে সামনে রেখে তাকে বাধা দেন নি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও একই বিষয়কে সামনে রেখে এই ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি (আ.) এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচায়ক। যদি 'কাযায়ে উমরী'-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর সংশোধন যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা সঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে, আজকে চার রাকাত পড়ছি এরপর রীতিমত নামায পড়ব, আমি তওবা করছি, তাহলে ঠিক আছে। যদি উদ্দেশ্য সংশোধন না হয় তাহলে এমন ব্যক্তি পাপিষ্ঠ।

সুতরাং জামাতে আহমদীয়ায় কাযায়ে উমরীর কোন ধারণাই নেই। আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি আর এই শর্ত স্বাপেক্ষে মেনেছি যে, বিদাত বর্জন করব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য

দিব। আর যেখানে আমরা ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার এই অঙ্গীকার করেছি সেখানে নামায কিভাবে ছাড়া যেতে পারে আর জুমুআ কিভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। আমাদের জন্য যদি কোন জুমুআতুল বিদার ধারণা থেকে থাকে তাহলে সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন সত্যিকার আহমদীর জুমুআতুল বিদার ধারণা এটি হওয়া উচিত যে, আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই জুমুআকে বিদায় দিচ্ছি, আর এই চিন্তা এবং এই দোয়ার সাথে বিদায় দিচ্ছি যে, সত্যিকার অর্থে জুমুআকে নয় বরং এই মাসকে আর এই বরকতময় দিনগুলোকে বিদায় দিচ্ছি। জুমুআ যেহেতু বড় সংখ্যায় আমাদের একত্রিত হওয়ার মাধ্যম হয়েছে আর এটি রমযানে শেষ জুমুআ তাই আমরা সবাই সমবেত হয়ে খোদা তা'লার সন্নিধানে এই দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের তৌফিক দাও যেন আবার, অর্থাৎ যেই দিন এবং যেই জুমুআ আমরা এই রমযানে অতিবাহিত করেছি আর যেই কল্যাণরাজি আমরা এই রমযানে অর্জন করেছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আমরা যেন আগামী রমযানকে স্বাগত জানাই। এটিই আমাদের চিন্তা চেতনা হওয়া উচিত। কোন প্রিয়জনকে এইজন্য বিদায় দেয়া হয় না যে, যাও এখন তুমি বিদায় নিচ্ছ তাই এখন আমরা তোমাকে ভুলতে যাচ্ছি। এখন তোমাকে মনে করা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। নিজের প্রিয়জন, যারা স্থায়ীভাবে ছেড়ে যায় মানুষ তাদের স্মরণ থেকেও বিরত থাকতে পারে না, তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাদের নেক কর্মকে ধরে রাখে বা তাদের নামে বিভিন্ন পুণ্য কর্মের সূচনা করে। কেউ যদি মু'মিন হয় তাহলে তাদের জন্য দোয়াও করে। আর যারা সাময়িকভাবে বিদায় নেয়, নিজের ব্যস্ততা এবং কাজের কারণে এক শহর থেকে অন্য শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় এমন মানুষকে তো মানুষ আদৌ ভুলে না। আর আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ফোনে বা ট্যাক্সট মেসেজে বা বিভিন্নভাবে বার্তা আদান প্রদানের যে মাধ্যম রয়েছে সেই সবের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। বরং আজকাল তো স্কাইপ আরম্ভ হয়েছে, স্কাইপের মাধ্যমে প্রিয়জনের আওয়াজ এবং তাদের গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং কোন প্রিয়জনকে আমরা এই জন্য বিদায় দেই না যে, এখন এক বছর বা দু'বছরের জন্য তুমি আমাদের মন থেকে বেরিয়ে যাবে, আমরা তোমাকে ভুলে যাব, ভুলে যাব যে, তুমি কে আর কি ছিলে। পুনরায় যখন দেখা হবে তখন দেখা যাবে যে, তোমাদের অধিকার প্রদান করব কি না, তোমার সাথে কোন ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা যাবে কি না। প্রশ্ন হলো, জাগতিক সম্পর্কের গন্ডিতে কেউ এমনটি ঘটতে দেখেছে কি? কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তাকে সবাই উন্মাদ বা পাগলই বলবে। কিন্তু যখন সেই সত্তার প্রশ্ন আসে যিনি সবচেয়ে প্রিয়, যিনি বিশ্বপ্রতিপালক, যিনি আমাদের লালন পালনকারী, যিনি সবকিছুর দাতা, যিনি রহমান এবং রহীম, যিনি পরিশ্রমের ফল দিয়ে থাকেন, যিনি বলেন যে, আমার সত্তায় ঈমানকে পরম মার্গে পৌঁছাও, যিনি বলেন, আমার সাথে প্রেম এবং ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করো না, যিনি বলেন, আমার কথা মান কেননা সব প্রিয়জনের চেয়ে বেশি আমি তোমাদের ভালোবাসি এবং আমিই ভালোবাসার যোগ্য পাত্র, যিনি বলেন যে, আমার স্মরণকে সতেজ রাখ, তাকে যদি আমরা বলি যে, হে আল্লাহ্! তোমার বড়ই মেহেরবানী। তুমি তোমার স্মরণ, তোমার ইবাদত আর রোযার হাতে গোনা দিনগুলোর মধ্য দিয়ে

আমাদের অতিবাহিত করেছ। এখন আমাদের ছুটি, আমাদের সব কাজ শেষ। কোন্ প্রভু আর কোন্ আল্লাহ্‌র কথা বলছো। এই জুমুআয় আমরা তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। আর এই বিদায়ের মাধ্যমে পুরো এক বছরের জন্য তোমাকে ভুলতে যাচ্ছি বা ভুলাতে যাচ্ছি। এক বছর পর যখন আগামী রমযান আসবে তখন পুনরায় ইবাদত এবং নেক কর্মের মাধ্যমে আমরা তোমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করব। জীবন এবং স্বাস্থ্য যদি বিশ্বস্ততা করে তাহলে তোমার অধিকার যতটা সম্ভব আদায় করার চেষ্টা করব। পুরো রমযানে কোন ইবাদত এবং নেক কর্ম করতে না পারলেও রমযানের শেষের দিকে জুমুআতুল বিদা তো আসবেই। তাতে একত্রিত হয়ে তোমার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব। তোমার রোবুবিয়্যত বা প্রতিপালন এবং তোমার ইহসান তথা অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দিব। কোন ব্যক্তি যদি এমন মন মানসিকতা রাখে এবং এমন মনোভাব ব্যক্ত করে তাহলে মানুষ তাকে পাগলই বলবে। কিন্তু মানুষ এমন চিন্তা ধারাই হৃদয়ে লালন করে। মুখে না বললেও কার্যত তা-ই প্রকাশ পায়। পরবর্তী জুমুআর উপস্থিতি দেখেই তা অনুমান করা যায়। যদি পরিস্থিতি এমনই হয় তাহলে একে অজ্ঞতা নাম দেয়া হবে বা বলা হবে যে, ধর্মের ওপর বিন্দুমাত্র এবং আল্লাহ্‌র ওপর আদৌ কোন ঈমান নেই। সুতরাং এটি এক মু'মিনের চিন্তা ধারা হতে পারে না। মু'মিন এসব ধ্যান ধারণার বহু ঊর্ধ্বে। মু'মিন খোদার নির্দেশিত পুণ্যকে জিবীত রাখে, সে খোদার কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে, সে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় রমযান অতিবাহিত করে। খোদার নির্দেশ শিরোধার্য করে সে যখন রমযানকে বিদায় দেয় তখন বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে যে, এখন আমরা রমযান অতিক্রম করছি ঠিকই কিন্তু এই দিনগুলোর স্মৃতি সবসময় হৃদয়ে জাগ্রত এবং জাগরুক থাকবে। রমযানে যে সমস্ত সুন্দর এবং নেক বিষয়াদি শিখেছি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এবং জুগালী করব। রমযানে ইবাদতের প্রতি যে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেটিকে স্থায়ী রূপ দেব। তোমার নৈকট্য লাভের সফরে আমাদের অগ্রযাত্রা কখনো থেমে যাবে না। আমরা তোমার স্নেহ এবং ভালোবাসার আশ্চর্যজনক সব দৃশ্য দেখেছি। আমরা হেঁটে যখন তোমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে ছুটে আমাদের কাছে আস। তাই এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা আমাদের জাগতিক আত্মীয়তার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখব, কিন্তু যিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাঁকে ভুলে যাব এবং তাঁর অনুগ্রহরাজিকে ভুলে যাব। খোদার অনুগ্রহ প্রদর্শনের রীতিও বড় অভিনব। এটি কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই বিদায়ের পর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য, সেগুলোকে ভুলা এবং বিস্মৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, প্রিয় এবং আকর্ষনীয় স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তি ও যুগালীর জন্য সাত দিন পর সেই অনুষ্ঠানের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা জুমুআতুল বিদার দিন অতিবাহিত হয়েছি বা হই। নিঃসন্দেহে রমযানের অপেক্ষার জন্য বছর নির্ধারিত করেছেন কিন্তু তাঁর স্নেহের বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর নিয়ামরাজি থেকে বঞ্চিত রাখেন নি। প্রত্যেক সপ্তম দিন জুমুআ রেখে আমাদেরকে সেসব কল্যাণরাজিতে সিক্ত করেছেন যা জুমুআতুল বিদার দিন আমরা লাভ করেছিলাম বা লাভ করার ছিল। মহানবী (সা.) বলেছেন, জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে এক মুসলমান যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তখন সে যে দোয়াই করে সেই অবস্থায় তা গৃহীত হয় কিন্তু সেই মুহূর্ত খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই মুহূর্ত বা

এই সময় এবং এই ক্ষণ সাধারণ জুমুআর দিনও ততটাই দীর্ঘ হয় যতটা রমযানের শেষ জুমুআয় হয়ে থাকে। অতএব আজকের পর আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই নৈকট্যের ক্ষণ এবং মুহূর্ত থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না বরং সাত দিন পর এই সময় পুনরায় আমাদের লাভ হতে যাচ্ছে। এই সকল নেক কর্ম এবং এই সকল মুহূর্ত এবং ক্ষণকে যদি কেউ বিদায় দেয় তাহলে সে মু'মিন নয়। মু'মিন কখনো নেকী বা পুণ্যকে বিদায় দিতে পারে না। মু'মিন আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কখনো দূরে যায় না বা যেতে পারে না। বরং সে সবসময় নেকীকে বা পুণ্যকে জাগ্রত ও জাগরুক রাখার উপরকণ সন্ধান করে, কিভাবে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় সেই রীতি সন্ধান করে। খোদার নৈকট্য লাভের উপায় বা ওসীলা বা পন্থাও সীমিত নয়। প্রতিটি পুণ্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। মানুষ তাই সেই সমস্ত পথ সন্ধানের চেষ্টা করে। শুধু জুমুআর ওপরই নির্ভর করে না যে, জুমুআ আসলে খোদার সাথে সাক্ষাতের উপকরণ সৃষ্টি হবে, বরং মহানবী (সা.) স্বল্পতম সময়ে খোদার সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের রীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচ বেলার নামায, এক জুমুআ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমযান রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যে সমস্ত পাপ সাধিত হয় তার কাফ্‌ফারা বা প্রাশ্চিত্য হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো মানুষ যদি বড় বড় পাপ এড়িয়ে চলে।

সুতরাং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দৈনিক পাঁচ বেলা যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে যোগাযোগ রাখ, তাহলে খোদার ক্ষমা থেকে অংশ পাবে, তাঁর করুণা ভাজন হবে। তবে হ্যাঁ শর্ত হলো জেনেশুনে ধৃষ্টতার সাথে যদি বড় পাপে লিপ্ত না হও। প্রত্যেক জুমুআয় অংশ গ্রহণ কর আর সেই বিশেষ মুহূর্তকে লুফে নাও যা দোয়া গৃহিত হওয়ার মুহূর্ত। তাহলে তোমরা পাপ মুক্ত থাকবে এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে। রমযানে অর্জিত পরিবর্তনকে সারা বছর ধরে রাখ আর পাপে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে শুধু রমযান মাসই নয় বরং সারা বছর তোমরা খোদার রহমত এবং তাঁর ক্ষমাভাজন হবে আর অগ্নি থেকে মুক্তি লাভ করবে। অতএব আজকে সবার এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, এই জুমুআ এবং এই রমযান আমাদের জন্য নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষনকারী রমযান হবে, জুমুআ আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষনকারী হবে। আর যে সমস্ত পুণ্য কর্ম রমযানে আমরা করেছি এবং শিখেছি পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সেগুলোকে ধরে রাখার আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

সুতরাং ইবাদত এবং পুণ্যের প্রতি রমযানে আমাদের যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে তার ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার আমরা অঙ্গীকার করব যেন পরবর্তী রমযানের প্রস্তুতি ও পরবর্তী রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের রিহার্সেল এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। যেন পরবর্তী রমযানে প্রবেশের সময় আমাদের একটি গন্তব্য অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর সফল হওয়ার জন্য নতুন লক্ষ্য এবং নতুন টার্গেট যেন আমরা নির্ধারণ করি। আর পুণ্যের ক্ষেত্রে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আর আরো অধিক যেন খোদার নিকটতর হই, তাঁর সত্তার যেন অধিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের অর্জন হয়। আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা খোদার নৈকট্যের অনেক মাইল ফলক অতিক্রম করেছেন কিন্তু আমরা এই দাবি করতে পারব না যে, আমরা সকল মাইল

ফলক অতিক্রম করেছি। এইসব ফলক অতিক্রমের জন্য যদি আমরা কেবল রমযানেরই অপেক্ষায় থাকি তাহলে সারা জীবন কেটে যাবে আর আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর গন্তব্যে হয়তো আমরা পৌঁছতে পারব না। সারা জীবন কেটে গেলেও এক বছরের কর্মশূন্যতা আমাদেরকে পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে আমরা প্রথম দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই রমযানে আমি যেসব খুতবা দিয়েছি তাতে তাকওয়া, দোয়া, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো ইবাদতের নির্দেশ, যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে পারস্পরিক অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর ধারক-বাহক হওয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক খুতবার পর আমার কাছে অনেকেরই পত্র আসতো যে, আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্বৃতির বরাতে আমরা এসব বিষয় ভালোভাবে বোঝার তৌফিক পেয়েছি। ঠিক আছে, বোঝার তৌফিক লাভ হয়েছে, কিন্তু এসব কথা লাভজনক হবে যদি এগুলোকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। আমি হাদীসের বরাতে যেভাবে বলেছি যে, প্রতিটি জুমুআরই গুরুত্ব রয়েছে। জুমুআর গুরুত্ব রমযানের জুমুআর সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয় আর জুমুআতুল বিদার সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয় বরং জুমুআর গুরুত্ব স্থায়ীভাবে জুমুআ পড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার মাঝেই নিহিত। আর পাঁচবেলার নামাযের প্রতিও যেন আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। রমযান আমাদেরকে এই কথা বলতে এসেছে যে, সমষ্টিগতভাবে নামায, পুণ্য এবং জুমুআ পড়ার যে আগ্রহ এবং সচেতনতা জন্ম নিয়েছে এটিকে মরতে দিবে না আর পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এর হিফাযত কর, এর রক্ষাণাবেক্ষণ কর। আমি যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি, তাতেও আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো,

'হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনের একটি বিশেষ অংশে যখন তোমাদের নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে।

পরবর্তী আয়াত হলো, 'আর নামায শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার ফযল বা অনুগ্রহ অন্বেষণ কর আর অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।' এরপর শেষ আয়াত যা সূরা জুমুআরও শেষ আয়াত বটে, তা হলো, 'আর যখন তারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা আমোদ-প্রমোদ দেখে বা দেখবে তখন তার প্রতি ছুটে যাবে আর তোমাকে একা পরিত্যাগ করবে। তুমি বল, যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অধিক উত্তম। আর আল্লাহ্ জীবিকাদাতাদের মাঝে সর্বোত্তম।'

সুতরাং এখানে বিশেষ করে জুমুআয় যোগদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। জুমুআর আযানের আওয়াজ যখন শোন বা আজকাল সবাই জানে, ঘড়ি আছে, সময় নির্ধারিত থাকে, ঘড়ি দেখ। জুমুআর সময় যদি হয়ে যায় তাহলে নিজের সকল কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কর আর জুমুআর জন্য এসে যাও। জুমুআর খুতবাও নামাযেরই অংশ। তাই আলস্য প্রদর্শন করো না যে, নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত পৌঁছেই যাব এবং নামাযে যোগ দেব, বরং খুতবার জন্য

পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। এখানে আমি কথা প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই বরং এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর সুযোগ বা নিয়ামত দান করেছেন। ইউরোপ এবং আফ্রিকার কোন কোন দেশে জুমুআর সময় একই। তাই সময় যেহেতু এক তাই খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শোনা উচিত। এটি আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই সুযোগ এবং এই নিয়ামতের মাধ্যমে জামাতকে ঐক্যবদ্ধ করার আরো একটি ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে সময়ের পার্থক্য আছে সেখানেও আহমদীদের খুতবা শোনা উচিত, লাইভ না হলে রেকর্ডিং শোনা উচিত। আর এভাবে খুতবার বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিয়ে যারা খুতবা দেয় বা যেখানে মুরব্বী-মুবাল্লিগগণ খুতবা দিয়ে থাকেন তাদের স্ব স্ব জামাতে জুমুআর দিন বা পরবর্তী জুমুআর দিন এই খুতবা পড়ে শোনানো উচিত। আর যতই পশ্চিমে যাবেন সেখানে প্রভাত বা ফযরের সময় হয়ে থাকে তারা সে দিনও শোনাতে পারে এই খুতবা। পূর্বে বা প্রাচ্যে দিন যেহেতু শেষ হয়ে যায়, খুতবা সন্ধ্যার সময় হয়ে থাকে বা সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তাই তারা পরবর্তী জুমুআর দিন শোনাতে পারে। এটি জামাতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির অনেক বড় একটি মাধ্যম। বরং জুমুআর সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে খোদা তা'লা এই আবিষ্কারের মাধ্যমে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবাকে এর একটি অংশে পরিণত করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন যে, যদি তোমাদের কাজ থাকে তাহলে জুমুআর পূর্বে বা পরেও তা করতে পার। জুমুআর সময় বিশেষভাবে কাজ ছেড়ে দিয়ে যদি জুমুআর জন্য আস তাহলে জাগতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও তোমরা খোদার ফযল এবং কৃপার উত্তরাধিকারী হবে। তাই জুমুআয় এ জন্য অংশগ্রহণ না করা যে, আমাদের জাগতিক কার্যকলাপ এতে প্রভাবিত হবে, এমন ধারণা শুধু ভ্রান্তই নয় বরং মানুষের নিজের জন্য তা ক্ষতিকর। কোন কাজের ফল দেয়া বা কাজকে ফলবাহী করা এবং তাতে বরকত সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র হাতে। তাই স্মরণ রেখ, যদি খোদার কথা না মান, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাহলে তোমার কাজে কোন বরকত এবং কল্যাণ থাকবে না। যদি কথা মান এবং গ্রহণ তাহলে তোমার কাজ আশীষ মন্ডিত হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক কার্যকলাপ এবং ক্রীড়া কৌতুক যেন জুমুআর পথে বাঁধ না সাধে, বিশেষ করে এ যুগে আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পাই। আমি যেভাবে বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে এ যুগের বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন আর কেবল স্থানীয়ই নয়, প্রথমে বা পূর্বে ব্যবসা বাণিজ্য স্থানীয় হত, বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য কাফেলাও যেত কিন্তু তারা জিনিসপত্র এনে শুধু একটি শহরেই বিক্রি করত। আর এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানীয় রূপ হারিয়ে গেছে, বরং আন্তর্জাতিক রূপ নেয়ার কারণে তা তোমাদের বেশি ব্যস্ত রাখে। অনুরূপভাবে তোমাদের ক্রীড়া কৌতুক ও জাগতিক ব্যস্ততা আন্তর্জাতিক রূপ নেয়ার কারণে সময়ের সীমার আর কোন চেতনা থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের বা একজন মু'মিনের অবশ্যই জুমুআর গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, কেননা একজন মু'মিনের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এটিই এক মু'মিনের জন্য প্রিফারেন্স বা অগ্রগণ্য বিষয় হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে শত ভাগ পবিত্র ছিলেন, খোদার সন্তুষ্টি তাঁদের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে তো ভাবাই যেতে পারে না যে, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের জন্য জুমুআ পরিত্যাগ করে থাকবেন। আর স্থানীয় ভাবে তো জুমুআর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য কার্যক্রমকে এ্যাডজাষ্ট বা সমন্বয় করা সম্ভব হত। এটি নিশ্চিতরূপে আমাদের যুগের চিত্র, আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

যুগের চিত্রই অংকন করা হয়েছে যখন ধর্মকে অগ্রগণ্য করার বিষয়টি হবে গৌণ আর জাগতিক কার্যকলাপ হবে মূখ্য। মানুষ ২৪ ঘন্টা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত থাকবে, দূরত্ব কমে যাবে, প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ঘরে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়াদি ঘরে বসেই নাগালের ভিতর থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন সময় যদি তোমরা তোমাদের প্রিফারেন্স বা অগ্রগণ্য বিষয় সঠিক রাখ তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমরা খোদার অনুগ্রহ ও কৃপাভাজন হবে। নিশ্চয় খোদার কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ থেকে সমধিক উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার রিয্কও দান করেন। তাঁর পক্ষ থেকেই সকল প্রকার রিয্ক এসে থাকে, তিনি রাযেক বা জীবন জীবিকার উত্তম ব্যবস্থাকারী। সুতরাং তাঁর কথা শিরোধার্য করে যদি জুমুআর হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ কর তাহলে জাগতিক জীবন জীবীকার ক্ষেত্রেও তোমরা বরকতের ভাগী হবে।

তাই জুমুআর এই গুরুত্ব আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী আমাদের কোন অর্থেই সাজে না যে, আমরা আমাদের জুমুআ পড়াকে শুধু রমযান পর্যন্ত বা জুমুআতুল বিদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করব। জুমুআর গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করার জন্য আমি আরো কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। রসূলে করীম (সা.) জুমুআর গুরুত্ব এবং কল্যাণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফিরিশতা দাঁড়িয়ে যায়, তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে ক্রমাগতভাবে আগমনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করে, এমনকি যখন ইমাম খুতবা দিয়ে বসে যান তখন ফিরিশতারাও তাদের রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।

অতএব যারা জাগতিক কার্যকলাপের অজুহাতে শেষের দিকে আসে এই তালিকায় তারা শেষের দিকেই যুক্ত হয়। আর যারা শেষের দিকে আসে তারা খুব কমই পুণ্য লাভ করে। হাদীসে আছে যারা শেষে আসে তারা মুরগীর ডিমের সমান পুণ্য লাভ করে আর যারা প্রথমে আসে তারা উটের সমান পুণ্যের ভাগী হয়। এসব দৃষ্টান্ত এ কথা স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন মসজিদে এসে বস আর কিছু সময় সেখানে কাটাও, তখন এটি মনে কর না যে, সময় নষ্ট হল বরং এই রীতি এমন ব্যক্তিকে পুণ্যের ভাগী করে এবং যারা প্রথমে আসে তাদেরকে পরে আগমনকারীদের ওপর স্বতন্ত্র মর্যাদা দিচ্ছে। যারা প্রথমে আসে তারা মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকে, এটি অবশ্যই খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে। এর গুরুত্ব মহানবী (সা.) একবার এভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে জুমুআয় আসার দৃষ্টিকোণ থেকে উপবিষ্ট থাকবে, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। বর্ণনাকারী এটিও বলেছেন যে, চতুর্থ ব্যক্তিও খোদার সন্নিধানে বসার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশি দূরে থাকবে না।

আরেকবার মহানবী (সা.) বলেন যে, জুমুআর নামাযে এসো আর ইমামের কাছে বস। এক ব্যক্তি জুমুআয় পিছিয়ে থাকতে থাকতে জান্নাত থেকেও পিছিয়ে যায়, অথচ সে জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সুতরাং এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, জুমুআর নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে, তা সেই জুমুআ রমযানে আসুক বা রমযানের শেষ জুমুআ হোক বা বছরের সাধারণ সময়ের জুমুআই হোক না কেন। জান্নাত থেকে পিছিয়ে থাকার অর্থ হলো মানুষ নিজের আলস্য এবং জুমুআকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে অন্যান্য গুণাবলী থাকা সত্তেও নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে বা খোদা থেকে নিজেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। তার কাছে জুমুআর গুরুত্ব না থাকার কারণে জুমুআ ছেড়ে

দেয়া আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এক জায়গায় এভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি একের পর এক তিনটি জুমুআ কোন কারণ ছাড়া ছেড়ে দেয় খোদা তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।

অতএব যারা জুমুআয় অংশগ্রহণকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে থাকে তাদের জন্য গভীর সতর্ক বাণী রয়েছে। হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়ার অর্থই হলো তারা এরপর পুণ্যের কোন তৌফিক পায় না আর খোদার স্নেহভাজনও হয় না। সুতরাং প্রতিটি হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রতিটি জুমুআই গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টার মাধ্যমে জুমুআয় অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা বাধ্য, যারা জুমুআয় আসতে পারে না, অনেককে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ছাড় দিয়েছেন। আল্লহ্ তা'লা অবিবেচক নন। এমন মানুষ যারা ব্যতিক্রম জুমুআয় আসার ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, কৃতদাস, নারী, শিশু এবং রুগ্নরা সকলেই এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা জুমুআয় আসতে পারে না বা পারবে না। তাদের জন্য জুমুআয় না আসার ছাড় বা ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানে কথা স্পষ্ট হয়ে গেল, কোন কোন মহিলা জিজ্ঞেস করেন এবং পত্র লিখেন বরং অনেকেই অভিযোগ, অনুযোগ করেন যে, অনেক সময় ব্যবস্থাপকরা আমাদেরকে বলেন যে, জুমুআয় শিশুদের হৈচৈ বা হট্টগোল হয়ে থাকে, তাই যাদের শিশু আছে তারা যেন জুমুআয় না আসে। এসব নারী এবং শিশুদের স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) ব্যতিক্রম আখ্যায়ীত করেছেন। তাই যেখানে শিশুদের পৃথক বসানোর ব্যবস্থা নেই সেখানে এমন মায়েদের আসা উচিত নয়। এমনিতেও জুমুআয় আসা নারীদের জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু পুরুষের জন্য জুমুআ আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও একবার মহিলাদের জুমুআ পড়া সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যা সুন্নত এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত এর বেশি আমরা আর কি তফসীর করতে পারি। রসূলে করীম (সা.) যেখানে নারীদের ব্যতিক্রম আখ্যায়ীত করেছেন সেখানে নির্দেশ কেবল পুরুষদের জন্যই, অর্থাৎ জুমুআর নির্দেশ পুরুষদের জন্যই, পুরুষদের জন্য জুমুআ আবশ্যক, যদি তারা অসুস্থ না হয়, কোন বৈধ বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে জুমুআয় অবশ্যই আসতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে বা এই গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে ১৮৯৫-৯৬ এ ভারতে জুমুআ পড়ার জন্য দুই ঘন্টা ছুটির উদ্দেশ্যে সরকারী অফিসে স্মারক পত্র প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দস্তখত নেয়া আরম্ভ করেন। তখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, এই কাজ তো ভাল কিন্তু মির্যা সাহেবের এই কাজ করা উচিত নয়, আমরা নিজেরাই এই কাজ করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, জশ এবং খ্যাতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আপনি বা আপনারা নিজেই করুন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই কাজ থেকে সরে আসেন। কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং অন্য কোন মুসলমানও এরপর এ বিষয়ে আর কোন কাজের তৌফিক পায় নি এবং এই কাজ আর হয়নি। যাহোক একবার ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন যাতে তিনি (আ.) তার বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে আর মুসলমানদের অধিকার প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, লাহোরের শাহী মসজিদ তিনি মুসলমানদের হাতে প্রত্যার্পণ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি মসজিদ যা রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাও উদ্ধার করে মুসলমানদেরকে দিয়েছেন আর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি আরো লিখেন যে, মুসলমানদের একটি বাসনা এখনো পূর্ণ হওয়া বাকী আছে আর আশা রাখি যে, যার হাতে এই লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ মসজিদ ফিরে পেয়েছি সেই বাসনাও তার মাধ্যমেই পূর্ণ হবে, আর সেই বাসনা হলো জুমুআর দিন। জুমুআর দিনটি একটি

মহান ইসলামিক অনুষ্ঠান। কুরআনে করীম বিশেষভাবে এটিকে ছুটির দিন আখ্যা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে একটি বিশেষ সূরা রয়েছে যার নাম হলো সূরা জুমুআ। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, জুমুআর দিন যখন আযান দেয়া হয় তখন সব জাগতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে মসজিদে সমবেত হও আর সমস্ত শর্ত স্বাপেক্ষে জুমুআর নামায পড়, যে ব্যক্তি এমনটি করবে না সে অনেক বড় পাপী আর তার ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমুআর নামায এবং খুতবা শোনার প্রতি কুরআনে যতটা তাকিদ রয়েছে ততটা তাকিদ ঈদের নামাযের জন্যও করা হয় নি। এই কারণে শুরু থেকে বা সূচনা থেকেই যখন থেকে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে তখন থেকেই মুসলমানদের মাঝে জুমুআর দিন ছুটি চলে আসছে। আর এদেশেও প্রায় আটশত বছর পর্যন্ত যতদিন এদেশে ইসলামের রাজত্ব ছিল জুমুআর দিন ছুটি দেয়া হত। এটি এক দীর্ঘ স্মারকলিপি ছিল, তিনি এতে বলেন, এদেশে তিনটি জাতির বসবাস, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান। হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিন সরকার ছুটি দিয়ে রেখেছে অর্থাৎ রোববার, যেদিন তারা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে, সচরাচর এই দিন ছুটি হয়ে থাকে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় উৎসব অর্থাৎ জুমুআর দিন থেকে বঞ্চিত। তিনি আরো বলেন যে, এই সরকার মুসলমানদের ওপর যেইসব অনুগ্রহ করেছে সেই তালিকায় যদি এই এহসানও অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ জুমুআর দিন যদি গণ ছুটি দেয়া হয় তাহলে এটি স্বর্ণালী অক্ষরে লেখার যোগ্য হবে।

এই ছিল মুসলমানদের জন্য এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ আর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের সচেতনতা। সরকার যদি এই বরকতময় দিনে মুসলমানদের ছুটি দেয় বা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অর্ধ দিবসও ছুটি দেয় তাহলে আমি মনে করি না যে, সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরচেয়ে বড় কোন কাজ হতে পারে।

আজ নামধারী আলেম বা মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ অথচ মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি যদি কেউ ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)ই তা করেছেন, অন্য কোন মুসলমান নেতা সেই তৌফিক পায়নি। এটি তাঁরই কাজ ছিল কেননা এ যুগ যাতে পৃথিবীর সামনে ইসলামের গুরুত্ব স্পষ্ট করা এবং এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করানোর কাজ এবং দায়িত্ব তাঁরই ওপর ন্যাস্ত ছিল, তাঁর ওপরই খোদা এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন। সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবি করি আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্মে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠা উচিত। আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে, এই রমযান যে সব বরকতরাজি নিয়ে এসেছে এবং যেই কল্যাণরাজি ছেড়ে যাচ্ছে সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে এবং অঙ্গে পরিণত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু একমাসের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র হলে আমাদের চলবে না বরং যুগ ইমামের সাথে কৃত অঙ্গীকারকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে যেতে হবে। এটি মসীহ্ মওউদের যুগ, আর জুমুআর প্রেক্ষাপটে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর আমাদের দায়িত্ব কি সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন এ সংক্রান্ত দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি,

এক জায়গায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতকে পূর্ণতা দিয়েছেন সেই নিয়ামত হলো এই ধর্ম যার নাম তিনি ইসলাম রেখেছেন আর জুমুআর দিনও নিয়ামতের অন্তর্গত যেদিন এই নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি এদিকে ইঙ্গিত যে, নেয়ামতের পূর্ণতার যে কথা রয়েছে

অর্থাৎ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ **(সূরা আস্-সাফ: ১০)** রূপে যেই নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করবে সেটিও এক অসাধারণ জুমুআ হবে আর সেই জুমুআ এখন এসে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সেই জুমুআকে মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন, সেটি মসীহ্ মওউদেরই বিশেষত্ব।

পুনরায় এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, এটি এক উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর কল্যাণ মণ্ডিত তারা যারা এটিকে লুফে নেয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ, আদৌ গর্ব করো না যে, তোমাদের যা পাওয়ার ছিল তা তোমরা পেয়ে গেছ। এটি সত্য কথা যে, তোমরা সেই সকল অস্বীকারকারীদের সাথে তুলনার নিরীখে সৌভাগ্যবান যারা ভয়াবহ অস্বীকার এবং অবমাননার মাধ্যমে খোদাকে অসন্তুষ্ট করেছে আর এটি সত্য যে, তোমরা ভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ থেকে নিজেদের বাঁচানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছ। কিন্তু সত্য কথা হলো তোমরা সেই প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে গেছ যা আল্লাহ্ তা'লা এখন চীরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, এখনও পানি পান করা বাকী আছে। সুতরাং খোদার ফযল এবং বদান্যতায় সেই তৌফিক যাচনা কর যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, যে এই প্রস্রবণ থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি প্রাণপ্রদ আর ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করে। এটি থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় হলো আল্লাহ্ তা'লা যে দু'টি দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন সেগুলো পুরোপুরি প্রদান কর। একটি হলো খোদার প্রাপ্য প্রদান করা আর অপরটি হলো সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদান করা।

সুতরাং চলুন আমাদের সকলেই আজ এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা আমাদের বয়আতের যেই অঙ্গীকার তা রক্ষা করব। আর খোদা ও তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য সেভাবে প্রদানের চেষ্টা করব, যেভাবে এক মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা রাখা হয় আর যেভাবে খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন এবং আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যার কথা উল্লেখ করেছেন। রমযানের কল্যাণরাজিকে আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের জীবনের অংশ করে নিব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

**কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।**